ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫

ক্লিন এনার্জি: টেকসই ভবিষ্যৎ

২৬ জানুয়ারি, ২০২৫

ধারণাপত্র

ভূমিকা

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জনে ক্লিন এনার্জি (পরিচ্ছন্ন জ্বালানি) অপরিহার্য, সময়োপযোগী এবং নির্ভরযোগ্য জ্বালানি হিসেবে বৈশ্বিকভাবে বিবেচিত। ক্লিন এনার্জি বলতে সেই উৎসগুলোকে বোঝায় যা উৎপাদন বা ব্যবহারের সময় স্বল্প বা শূন্য গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমনের মাধ্যমে পরিবেশ এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর নূন্যতম প্রভাব ফেলে।[১] ক্লিন এনার্জি হিসেবে নবায়নযোগ্য জ্বালানি একটি আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে, যা টেকসই ভবিষ্যতের পথে উত্তরণে অন্যতম অনুঘটক। সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, জলবিদ্যুৎ এবং ভূতাপীয় শক্তির মতো নবায়নযোগ্য উৎস থেকে প্রাপ্ত জ্বালানি আমাদের জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব কমাতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্লিন এনার্জি তথা নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা বাড়াতে আন্তর্জাতিক নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংস্থা (আইআরইএনএ)-এর প্রতিষ্ঠার তারিখের সাথে সঙ্গতি রেখে ২০২৩ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৬ জানুয়ারি ***ইন্টারন্যাশনাল ডে অব ক্লিন এনার্জি*** হিসেবে ঘোষিত হয়েছে (রেজোলিউশন অ/৭৭/৩২৭)[২] এবং ২০২৪ সালে দিবসটি প্রথমবারের মতো পালিত হয়েছে।[৩] এ দিবসটি টেকসই এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি রূপান্তর সংক্রান্ত প্রচারাভিযানে বিশ্ববাসীকে একত্রিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত হিসেবে কাজ করে। এ বছর দিবসটি উদযাপনে প্রতিপাদ্য নির্ধারিত হয়েছে *"Clean Energy for a Brighter Future"*।[৪]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বিশ্বাস করে যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি একটি ন্যায়সঙ্গত, পরিবেশবান্ধব এবং টেকসই উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে নীতি-স্পষ্টতা, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের সম্ভাবনা এবং বিবিধ চ্যালেঞ্জসহ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা ও চাহিদা বৃদ্ধি করতে নানামুখী কার্যক্রম পরিচালনা টিআইবির অন্যতম প্রাধান্যের ক্ষেত্র। এরই অংশ হিসেবে "প্রোমোটিং গুড গভর্ন্যান্স এন্ড ইন্টিগ্রিটি ইন দ্যা এনার্জি সেক্টর ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পের আওতায় এই দিবসটি উদযাপনের মাধ্যমে টিআইবি বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে দ্রুততর রূপান্তরসহ সুশাসিত দুর্নীতিমুক্ত ও টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চাহিদা বেগবান করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তরের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হলেও বাংলাদেশ এখনও আমদানী নির্ভর জীবাশ্ম জ্বালানির ওপর অতি নির্ভরশীল। বিদ্যুতের উৎপাদন বাড়লেও, বর্তমানে বাংলাদেশের জ্বালানি মিশ্রণে নবায়নযোগ্য জ্বালানির অংশ মাত্র ৪.৬৫ শতাংশ অর্থাৎ বাকি ৯৫ শতাংশের জ্বালানির জন্য বাংলাদেশ জীবাশ্ম জ্বালানীর ওপর নির্ভরশীল।[৫] সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা প্রণীত হওয়ায় নীতি পরিকল্পনা প্রণয়নে অসঙ্গতি ও অস্পষ্টতা এবং বিভিন্ন অংশীজনের মধ্যে সমন্বয়হীনতার চিত্র পাওয়া গিয়েছে। টিআইবির গবেষণাসহ নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন তথ্য ও বিশ্লেষণমতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির মতো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও কৌশলগত অগ্রাধিকার খাতে বিবিধ অসঙ্গতি, সুশাসনের ঘাটতি, অনিয়ম এবং দুর্নীতি বিদ্যমান। বিশেষ করে, জাতীয় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নীতি ও সংশ্লিষ্ট আইন লঙ্ঘন করে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ জ্বালানি মহাপরিকল্পনা (ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান - আইইপিএমপি ২০২৩) প্রণয়ন করা হয়েছে। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নসহ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নে বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান। পরিকল্পনায় নবায়নযোগ্য জ্বালানির পরিবর্তে জীবাশ্ম জ্বালানিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন সংক্রান্ত কার্যক্রমে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা হয়েছে। জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারি ক্রয় এবং পরিবেশ-বিষয়ক আইন ও বিধিবিধান পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে। এ খাত সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশজ সম্পদ ও প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ব্যবহার না করে আমদানি-নির্ভর ব্যয়বহুল কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে। সার্বিকভাবে, এ খাতে নীতি করায়ত্ত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং দুর্নীতিসহ সুশাসনের ঘাটতি প্রকট আকার ধারণ করেছে।

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ও টিআইবি

টিআইবি নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাতের দ্রুত ও অধিকতর কার্যকর বিকাশের উপযোগী সুশাসন নিশ্চিতে অনুকূল পরিবেশ তৈরির লক্ষে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী, সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং অংশীজনের সঙ্গে কাজ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। বিশেষ করে, নবায়নযোগ্য

[১] What is "clean energy"? বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/9Obrs, সর্বশেষ ভিজিট: ১৯/১/২০২৫
[২] Resolution adopted by the General Assembly on 25 August 2023, বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/EjmHG, সর্বশেষ ভিজিট: ১৯/১/২০২৫
[৩] 1st Celebration of the International Day on Clean Energy at the United Nations, বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/0OOO2 সর্বশেষ ভিজিট: ১৯/১/২০২৫
[৪] UN-Energy Meeting (technical level), বিস্তারিত দেখুন: https://shorturl.at/7I1M1, সর্বশেষ ভিজিট: ২০/১/২০২৫
[৫] স্রেডা ডাটাবেজ, বিস্তারিত দেখুন: https://www.renewableenergy.gov.bd/index.php?id=7, সর্বশেষ ভিজিট: ৫/১/২০২৫

জ্বালানি উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাসঙ্গিক নীতি প্রনয়ণের চাহিদা জোরদার করতে সাধারণ জনগণের সচেতনতা ও অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বিকাশের জন্যও কাজ করছে টিআইবি। বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তর সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই প্রথমবার টিআইবি এ দিবসটি উদযাপন করতে যাচ্ছে। "ক্লিন এনার্জি: টেকসই ভবিষ্যৎ" *(Clean Energy for a Sustainable Future)* প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে টিআইবি স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি উদযাপনে বহুমুখী কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে ৪৫টি জেলা ও উপজেলায় টিআইবির অনুপ্রেরণায় গঠিত সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক), অ্যাকটিভ সিটিজেন্স গ্রুপ (এসিজি), ইয়ুথ এনগেজমেন্ট অ্যান্ড সাপোর্ট (ইয়েস) গ্রুপের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি সম্পর্কে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের (মানববন্ধন, র‍্যালি ও আলোচনা অনুষ্ঠান, জনসমাবেশ, পথসভা ইত্যাদি) আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি, নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব এবং জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতে টিআইবির প্রস্তাবনা তুলে ধরতে ঢাকায় একটি মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্লিন এনার্জি দিবস ২০২৫: টিআইবির দাবি

এ দিবসটি উপলক্ষ্যে জ্বালানি খাতে সুশাসন নিশ্চিতসহ নবায়নযোগ্য জ্বালানির রূপান্তরে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে টিআইবি সংশ্লিষ্ট অংশীজনের বিবেচনার জন্য নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছে –

১) জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর বিদ্যমান জ্বালানি মহাপরিকল্পনা 'ইন্টিগ্রেটেড এনার্জি অ্যান্ড পাওয়ার মাস্টার প্ল্যান (আইইপিএমপি-২০২৩)' অনতিবিলম্বে বাতিল করতে হবে এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস এবং জ্বালানি মিশ্রণে নবানয়নযোগ্য জ্বালানির পরিমাণ বৃদ্ধি- এমন মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি মহাপরিকল্পনা তৈরি ও কার্যকর করতে হবে। এক্ষেত্রে–
   - স্বার্থের দ্বন্দ্বমুক্ত বাংলাদেশি বিশেষজ্ঞদের নেতৃত্বে এবং নাগরিক সমাজের মতামতের ভিত্তিতে জাতীয় নীতি ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।
   - জীবাশ্ম জ্বালানি নির্ভর প্রকল্পে অর্থায়ন ও এর ব্যবহার ক্রমান্বয়ে কমানোর জন্য সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
   - মহাপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং জীবন-জীবিকা, প্রাকৃতিক সম্পদ ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দিতে হবে।
   - নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সময়াবদ্ধ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
   - সম্ভাবনা যাচাই সাপেক্ষে উৎস ভেদে (সৌর, বায়ু ও জলবিদ্যুৎ, ওয়েস্ট টু এনার্জি) নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে।
   - ২০৪০ সালের মধ্যে মোট জ্বালানির ৪০ শতাংশ এবং ২০৫০ সালের মধ্যে শতভাগ জ্বালানি নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের একটি বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

২) জ্বালানি খাতে নীতি করায়ত্ত বন্ধ এবং স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রতিরোধসহ এ খাত সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ-প্রক্রিয়ায় জাবাবদিহি নিশ্চিতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি স্বাধীন তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে।

৩) পরিবেশ আইনের আওতায় বিধিবদ্ধ করে সকল প্রকার জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য ত্রুটিমুক্ত পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও যাচাই নিশ্চিত করতে হবে এবং পরিবেশ ছাড়পত্র প্রদান এবং দূষণ ও পরিবেশ-বিষয়ক তদারকিতে স্বচ্ছ ও যথাযথ-প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে।

৪) নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর-সংক্রান্ত কার্যক্রমে নেতৃত্ব প্রদানের জন্য টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (স্রেডা)– কে একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা প্রদানসহ এর কারিগরি, জনবল এবং অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে।

৫) জ্বালানি খাতে স্বচ্ছতা নিশ্চিত, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টিসহ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)–এর আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার করতে হবে। জ্বালানির দাম নির্ধারণসহ প্রতিষ্ঠানটির ম্যান্ডেট অনুসারে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

৬) আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক এবং দেশীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পাদিত জ্বালানি খাতের সকল প্রকল্প প্রস্তাব এবং চুক্তির নথি প্রকাশ করতে হবে।

৭) জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় সম্পাদনে উন্মুক্ত-পদ্ধতি ব্যবহারসহ জাতীয় ক্রয় আইন ও নীতি পরিপূর্ণভাবে প্রতিপালন করতে হবে। এ খাতের সকল জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রয় সম্পাদনে ই-জিপি পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৮) পরিবেশ সংবেদনশীল এলাকায় নির্মীয়মাণ কয়লা ও এলএনজি ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থগিত করে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য ও নিরপেক্ষ কৌশলগত, সামাজিক ও পরিবেশগত সমীক্ষা সম্পাদন সাপেক্ষে অগ্রসর হতে হবে।

৯) এনডিসি'র অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে বাতিল হওয়া কয়লা ও এলএনজি বিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য অধিগ্রহণকৃত জমিতে সোলারসহ নাবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে।

১০) স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পের পরিকল্পনা, চুক্তির শর্ত নির্ধারণ, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

১১) নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য তহবিল বরাদ্দ এবং গবেষণা ও শিল্পখাতের মধ্যে সহযোগিতা নিশ্চিত করতে হবে।

১২) নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে রূপান্তর প্রক্রিয়ায় তরুণ সমাজের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করতে হবে।